দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 AUG 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষার্থীরা বছরের শুরুতে পাঠ্যবই হাতে পাবে না

❑ বই ছাপার কাজই চূড়ান্ত হয়নি এখনও

অরূপ দত্ত ॥ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড জুড়ে এখন বিরাজ করছে স্থবিরতা। ফলে নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক না পৌছানোর যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা ১শ' ভাগ নিশ্চিত হয়ে গেছে। দরপত্র অনুযায়ী কারা পাঠ্যপুস্তক ছাপাবার কাজ পাবে তা গতকাল পর্যন্তও চূড়ান্ত করা যায়নি। যে কাজটি গত বছর সম্পন্ন হয়েছিল ৯ই জুনের মধ্যেই।

বিতর্কিত ব্যক্তিদের পদোন্নতি পাওয়া এবং যোগ্য লোকদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার কারণেও বোর্ডে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে অসন্তোষ। গণবদলি ও পদোন্নতির পর বেশির ভাগ কর্মকর্তাই কাজে গা দিচ্ছেন না। বঞ্চিতদের মধ্যে যে অসন্তোষ তা কর্তব্য কাজ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে দূরে। দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক সকল বিষয় বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সরকারি সিদ্ধান্তের পর এ কাজে বোর্ড ২৫ লাখ টাকা খরচ করে। পেশাদার অনুবাদকদের দিয়ে ওই অনুবাদ কাজ করালে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকার সাশ্রয় হতো বলে বোর্ড সূত্র দাবি করেছে। বইগুলো ছাপাবার জন্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কার্যাদেশ দেয়া হয়; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও শিক্ষার্থীদের হাতে ঐ বই আজ অব্দি পৌছায়নি।

এদিকে বাঁধাই কাজ থেকে পাঠ্যপুস্তক বাঁধাইকারীদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদে গত মাসের মাঝামাঝি তারা যে আন্দোলনে নেমেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। কারণ ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ৪ কোটি বইয়ের ৭০ ভাগ বাঁধাই কাজ বাঁধাইকারীদের দেয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় এখনও কোন সিদ্ধান্তই জানায়নি। উপরন্তু প্রতি হাজার ফর্মায় ৫৩ টাকা প্রদানের বিষয়টিও বোর্ড কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত করেননি। গত মাসের আন্দোলন থামানো হয়েছিল এসব বিষয় নিষ্পত্তির আশ্বাসের ভিত্তিতে।

বোর্ড সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপাবার জন্যে এবার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে মোট ৬শ' ২৮টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেছে। গত মাসের ২২ তারিখে এসব দরপত্র বাছাইয়ের পর বোর্ডের মোট ১২টি কমিটি এসব ছাপাখানা ঘুরে দেখে। দেখা হয় দরপত্রে অংশ নেয়ার শর্ত অনুযায়ী ছাপাখানাগুলো কমপক্ষে এক বছর আগে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কিনা, ছাপাখানায় অফসেট মেশিন এবং কম্পিউটার আছে কিনা, ছাপাখানার আয়তন (কমপক্ষে ১ লাখ বই ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন), ট্রেড লাইসেন্স হালনাগাদ আছে কিনা, আয়কর এবং বিদ্যুৎ বিল সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা। এসবের ভিত্তিতে উল্লিখিত ১২টি কমিটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরি করে টেন্ডার কমিটির কাছে পেশ করে; কিন্তু এই তুলনামূলক বিবরণীর ভিত্তিতে টেন্ডার কমিটি সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ ছাপাখানা পর্যালোচনাকারী ১২টি কমিটির বিবরণী ছিল ভুল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শর্তগুলো খতিয়ে দেখা হয়নি। সূত্র দাবি করেছে, কমিটিগুলোর সিংহভাগ সদস্য সহসা বদলিপ্রাপ্ত। তুলনামূলক বিবরণীতে ফাঁক থাকার বিষয়টি বোর্ডেরই একটি পক্ষ মন্ত্রণালয়ের গোচরে এনেছে।

বোর্ডের একটি পক্ষ দাবি করেছে তুলনামূলক বিবরণীতে যে ভুল ধরা পড়েছে তা ইচ্ছে করেই করা। অপর একটি পক্ষ বলেছে এটা হয়েছে অসতর্কতায়। এখন পুনরায় ছাপাখানাগুলোর পর্যালোচনা করা হবে। এর ভিত্তিতে যেসব প্রেস বাছাই করা হবে তদন্ত কমিটি সেগুলো তদন্ত করবে। তদন্ত রিপোর্ট টেন্ডার কমিটির কাছে পেশ করার **পাঠ্যবই ঃ** পৃঃ ১২ কঃ ৪

পাঠ্যবই ঃ চূড়ান্ত হয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশ করবে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে। চেয়ারম্যান অনুমোদন দেয়ার পর ছাপাখানাগুলোকে কার্যাদেশ দেয়া হবে। এরপরও কমপক্ষে এক মাস সময় দিতে হবে ছাপাখানাগুলোকে। বোর্ডের একটি দায়িত্বশীল সূত্র দাবি করেছেন গত বছর এই 'কার্যাদেশ' দেবার পর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল ৯ই জুন।

একাধিক সূত্র আশংকা করেছে, পাঠ্যপুস্তক ছাপার পর বাঁধাই পর্ব এলে বড় ধরনের জটিলতা দেখা দেবে। এই জটিলতার সৃষ্টি হবে পাঠ্যপুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে। কারণ বাঁধাইকারীদের দাবিগুলো মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেনি। সূত্রগুলো জানায়, মোট পুস্তকের ৭০ ভাগ বাঁধাইকারীদের দেয়া হলেও তাদের দাবিমত বাঁধাই হার মন্ত্রণালয় অনুমোদন করবে না। কারণ এতে বোর্ডের ২০ লাখ টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়বে।

সূত্রমতে, বোর্ডে বিরাজমান অসন্তোষের জন্যে প্রধানত দায়ী বিতর্কিত ব্যক্তিদের পদোন্নতি এবং বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আবার ডেকে নেয়ার প্রক্রিয়া। সূত্র জানায়, কিছুদিন আগে এমন একজন ব্যক্তি পদোন্নতি পেয়েছেন যার বিরুদ্ধে বোর্ডের অর্থ কারচুপির প্রমাণ রয়েছে। আবার এক ব্যক্তিকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা হয়েছে, যার সার্ভিস বইয়ের রেকর্ডে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নজির রয়েছে। বেশি অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে দুর্নীতির কারণে দু'দু'বার চাকরি চলে যাওয়া এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে চাকরিতে পুনর্বহাল করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায়। অভিযোগ করা হয়েছে '৭৪ সালে এক নাশকতামূলক কাজের জন্যে তিনি গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। গত দু'বছর আগে সুনির্দিষ্ট কারণে তাকে বোর্ডের চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়।

এছাড়া বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের নিয়মবহির্ভূতভাবে পারিবারিক কাজে বোর্ডের একাধিক গাড়ি ব্যবহার করা, বোর্ডের গাড়ি নিয়ে ঢাকার বাইরে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেও মিথ্যে বিল দেখিয়ে ভাড়ার অর্থগ্রহণ করা, পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকার বাইরে হোটেলে অবস্থান করে বড় অংকের বিল তৈরি করা ইত্যাদিও বোর্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর বঞ্চিতদের মনে ক্ষোভ ডেকে এনেছে; যার ফলে তারা কাজে গা লাগাচ্ছে না। বোর্ডের এক শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও রয়েছে, তিনি বিরোধীদলীয় এক সাংসদের ছেলের প্রতিষ্ঠানকে ২৩ কোটি টাকার কাগজ ক্রয়ের কাজ অনিয়মিতভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। বিষয়টি সংসদীয় কমিটিতে তদন্তনাধীনরয়েছে।